বর্ধমান ও নদীয়ায় সেরা দশে ৭ কৃতী

শ্যামল রায়, বর্ধমান ঃ শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। অন্যান্য জেলার মতো বর্ধমান এবং নদীয়া জেলার ছাত্রছাত্রীরাও মেধাতালিকায় স্থান করে নিয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকে তৃতীয় স্থান দখল করেছেন পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুলের ছাত্র তিমিরবরণ দাস। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯০। তিমির জানিয়েছেন, তিনি পড়াশোনা করে বড় ডাক্তার হতে চান। তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা করতেও খুব ভালোবাসে। এছাড়া সময় পেলে সে গল্পের বই পড়ত। তিমিরের বাবা-মা তাঁর এই ফলাফলে খুব খুশি। তাঁদের বাড়িতে এখন আনন্দের উৎসব। এর পাশাপাশি ওই একই স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিকের মেধা তালিকায় চতুর্থস্থান দখল করেছেন অর্কদীপ গুঁই। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭। তিনিও ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চান। তার এই নম্বরে খুশি তাঁর বাবা-মা থেকে পরিবার। অন্যদিকে মেধাতালিকায় ষষ্ঠ স্থান দখল করেছেন দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৫। এদিন ফলাফল বের হলেও তিনি বাড়িতে নেই। কারণ আগে থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য রাজস্থানে গিয়েছেন ওই যুবক। বাড়িতে রয়েছেন তাঁর মা ও দাদু। কাটোয়া কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনের ছাত্র দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবছর উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ভবিষ্যতে বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে চান। জানা গেছে, দেবজ্যোতির ৫ জন গৃহশিক্ষক ছিল। পড়াশোনার পাশাপাশি সে ক্রিকেট খেলতে খুব ভালোবাসেন। আর সময় পেলেই পড়তেন গল্পের বই। তবে এদিনে সে চোখের জল মুছে জানায়, তাঁর বাবার কথা খুব মনে পড়ছে। কয়েক বছর আগেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে। আজকে তাঁর বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর বাবার মুখের

নবম স্থানাধিকারী সুরজিৎ মাতব্বর

হাসিটা এক অন্যমাত্র এনে দিত। মা সোমাদেবীই তাঁর অভিভাবিকা। বাবা নেই সেই যন্ত্রণার হাত থেকে মাকে সুখ দিতেই বড় হয়ে ওঠা। পারদর্শী ইঞ্জিনিয়ার হয়ে মায়ের মুখে হাসি ফোটানোই তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। দাদুর কিছু জমিজায়গা আছে আর এই জমিজায়গাই তাঁদের আয়ের মূল উৎস। তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষক চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তাঁর এই ফলাফলে তাঁরা খুব খুশি। পড়াশোনার বিষয়ে তাঁর যতটুকু সাহায্য দরকার আমরা তা পূরণ করার চেষ্টা করব। অন্যদিকে প্রতিবেশী জেলা নদীয়ার ছাত্র জিষ্ণু বিশ্বাস মেধাতালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৩। সেরা দশের মেধাতালিকায় তিনি অষ্টম স্থান অধিকার করেছেন। সে নদীয়ার কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। এই ফলাফলে তাঁর পরিবারের পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষক ও বন্ধুবান্ধবেরাও খুব খুশি। অন্যদিকে চাকদার কাঠালপুলি গ্রামের ছেলে কিশলয় সরকার ৪৮৫ পেয়ে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। সে চাকদহ রামলাল একাডেমির ছাত্র। কিশলয় ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। এই ফলাফলে ভীষণ খুশি তাঁর বাবা-মা থেকে পরিজনেরাও। এরই পাশাপাশি কল্যাণীর ছাত্রী অনুশ্রী মজুমদারও মেধাতালিকায় নবম স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৮২। তিনি শিশ্রাডেল হাইস্কুলের ছাত্রী। তাঁর বাবা উত্তম মজুমদার পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ও মা মৌসুমি মজুমদার পেশায় শিক্ষিকা। তাঁদের মেয়ের ফলাফলে তাঁরা খুবই খুশি। কল্যাণীর শিশ্রাডেল হাইস্কুলেরই আর এক ছাত্র অনিরুদ্ধ দত্ত ৪৮৬ নম্বর পেয়ে পঞ্চম স্থান দখল করেছেন। তাঁর এই ফলাফলে খুশি তাঁর বাবা-মা। অন্যদিকে বর্ধমানের কালনার কালনা অম্বিকা মহিসমর্দিনী উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র সুরজিৎ মাতব্বর ৪৮২ নম্বর পেয়ে নবম স্থান অধিকার করেছেন। তিনি জানিয়েছে, আগামী দিনে ভালো পড়াশোনা এক দক্ষ প্রশাসক হতে চান। খুব অভাবী সংসারে থেকে এত ভালো ফল করায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা। তাঁর বাড়ি বাঁশের বেড়া আর টালির ছাউনিতে গড়া। প্রত্যন্ত গ্রামের বুকে ছোট্ট একটি নীড়। এখানে ওখানে ছুটে দেওয়াল লিখনের কাজ করে ছেলে মেয়ের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দেন। আর এই পরিবার থেকেই তাঁর ছেলে এত ভালো ফল করায় তিনি খুব খুশি। বাবা ঝন্টু মাতব্বর ও মা বিউটি মাতব্বর সারা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তাঁর ছেলেমেয়েদের বড়ো করার জন্য। সুরজিৎ জানিয়ে ছেন, তিনি ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চান। পড়াশোনার ফাঁকে গল্পের বই পড়তে ও খেলাধুলা করতে ভালোবাসেন সুরজিৎ। বাড়িতে ছোট্ট একটি মুদিখানা দোকানও চালাতেন তিনি।

অলচিকি ভাষায় সম্ভাব্য দ্বিতীয় সীমা সোরেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ অলচিকি ভাষায় রাজ্যের সম্ভাব্য দ্বিতীয় সীমা সোরেন ভবিষ্যতে আইন নিয়ে পড়তে চান। বীরভূম জেলার সিউড়ি সংলগ্ন আনন্দপুরের বাসিন্দা সীমা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে কাঁকসার রঘুনাথপুরের একলব্য আদিবাসী আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর বাবা শিবলাল সোরেন সামান্য এক গ্রুপ ডি কর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অলচিকি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার পরে এবার প্রথম এই ভাষায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হয়। কয়েকমাস আগে এই আবাসিক বিদ্যালয়ের সামনেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি সভা করেন। সেখানেও তিনি আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের আগামী দিনে ডব্লুবিসিএস, আইএএস, আইপিএস হওয়ার ডাক দেন। তাঁদের সার্বিক উন্নয়নের কথা বলেন। আর অলচিকি ভাষায় প্রথম উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাজিমাৎ সেদিন মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শোনা সীমা সোরেনের। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরন্ময় ব্যানার্জী অকপটে জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই বিদ্যালয়ের প্রতি নজর না দিলে এত ভালো ফল হত না। এই স্কুল একসময় পিছিয়ে পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় এই স্কুল এত ভালো ফল করল। আগামী দিনে আরও ভালো ফল করবে। সীমা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পেয়েছে মোট ৪০৭। তাঁর গড় নম্বর ৯৫.৫৩ শতাংশ। কলাবিভাগে পড়া সীমা রাতদিন এক করে পড়াশোনা করত এবং সে আইন নিয়েই পড়ুক তা জানালেন সীমার বাবা শিবলাল সোরেন। এই বিদ্যালয়ে এদিন বিরাট উৎসবের মেজাজ শুক্রবার। সীমার গর্বে গর্বিত সবাই।

২০০ জন দুঃস্থকে বস্ত্র প্রদান করলেন বিদায়ী প্রধান ফজিলা বেগম

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ রামগোপালপুর পঞ্চায়েতের প্রধান ফজিলা বেগম ২০০ জন দুঃস্থ পুরুষ-মহিলাকে বস্ত্রদান করলেন। এছাড়াও বৃহস্পতিবার ইফতার মজলিসের আয়োজন করেন তিনি। বিদায়ী প্রধান ফজিলা বেগম জানান, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন রমজান মাসে সংখ্যালঘু ভাইবোনেরা যেন কষ্টে না থাকেন।

তাই তিনি সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে ২০০ জন দুঃস্থ পুরুষ-মহিলাকে বস্ত্রদান করেছেন বলে জানান, ফজিলা বেগম। অবশ্য কোন রকম প্রচার ছাড়াই একান্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তিনি দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ান। রমজান মাসে বস্ত্র পেয়ে খুশি গ্রামের এই গরিব পরিবারগুলি।

ব্লক সভাপতি নয়, দরকারে কার্যকরী সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ সিটিসেন্টারে তৃণমূলের শিল্পাঞ্চল সভাপতি ভি শিবদাসন বলেন, কাঁকসা ব্লকে চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকার জন্যই কোন ব্লক সভাপতি ঘোষণা করা হবে না। সাতটি অঞ্চলের সাতজন অঞ্চল সভাপতি নির্বাচন করা হবে। এই সাতজন অঞ্চল সভাপতি অঞ্চলের সাংগঠনিক শক্তিকে বাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এদের যোগাযোগ সরাসরি জেলা নেতৃত্বের সাথে থাকবে। প্রয়োজনে একজন কার্যকরি সভাপতির হাতে দায়িত্ব দেওয়া হবে অঞ্চল সভাপতিদের সমস্যার কথা শোনার জন্য। কার্যত তৃণমূল শিল্পাঞ্চল নেতৃত্ব কাঁকসা ব্লকে কোন একজনের হাতে ব্লক সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে দল পরিচালনা করার সাহস দেখাতে পারলেন না। নিচুতলার কর্মীদের মতে, শিল্পাঞ্চলের সভাপতি যত গর্জে ছিলেন ততটা বর্ষালেন না। ব্লক সভাপতি ছাড়া কাঁকসা ব্লকে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি সম্ভব নয় বলেই মত নিচুতলার কর্মীদের। শিল্পাঞ্চল সভাপতি শুক্রবার সভায় সাফ জানিয়েছেন, দলের কাউন্সিলরদের সাথে যোগাযোগ রেখে ওয়ার্ড সভাপতিরা কাজ করতে পারছেন না। বেশ কিছু অভিযোগ আসার ফলে দলের সাংগঠনিক পদে রদবদল করা হবে বলে জানান শিল্পাঞ্চল সভাপতি। বেশ কিছু ওয়ার্ড সভাপতি বদল করা হবে। অভাল, পান্ডবেশ্বর ব্লকে কার্যকরি সভাপতি নিয়ে আসা হবে বলে জানান জেলা সভাপতি। দুর্গাপুর নগর নিগম এলাকায় তিনটি ব্লকে কার্যকরি ব্লক সভাপতি নির্বাচিত করে দেওয়া হবে। শিল্পাঞ্চল এলাকায় দুটি মহকুমা রয়েছে। দুর্গাপুর এবং আসানসোল মহকুমা। দুই মহকুমায় পৃথক কোর কমিটি গঠন করা হবে। নতুন এই কমিটিতে ব্লকের বিভিন্ন সিনিয়র নেতাকে নিয়ে আসা হবে। শুক্রবার দুর্গাপুরে সিধু কানু স্টেডিয়ামের একটি ঘরে গীতাঞ্জলী ফাউন্ডেশনের উদ্বোধন করলেন শিল্পাঞ্চল তৃণমূল জেলা সভাপতি ভি শিবদাসন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কার্যকরি সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায়, মেয়র পারিষদ প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়াল-সহ অনেকেই। কার্যতি ভবনেই শাসকদলের জেলা অফিস বসবে এবং এখান থেকেই কাজ করা হবে জেলার সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে। এডিডিএ-এর উল্টো দিকে একটি মার্কেটের দোতলায় একটি ছোট্টো ঘরে তৃণমূলের জেলা অফিস ছিল। এত ছোট ছিল সেই ঘর, যেখানে মন্ত্রী এলে বসার জায়গা দেওয়া যেত না। কর্মীদের সাথে মিটিং করার চরম সমস্যা হত। লোকসভা ভোটের আগে দুর্গাপুরের সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে জেলা নেতৃত্ব। তবে এদিকে দলের সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী মলয় ঘটকের উপর ভরসা আরও বাড়িয়ে তাঁকে পিএইচই দপ্তরের দায়িত্ব দিয়েছেন। মন্ত্রী মলয় ঘটকের সাথে ক্ষমতাসীন পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল জেলা নেতাদের খুব একটা ভালো সম্পর্ক নেই। এই অবস্থায় মন্ত্রীর উপর দলনেত্রীর ভরসা বেড়ে যাওয়া খুব একটা ভালো চোখে দেখছে না জেলা নেতাদের একাংশ এবে সূত্রের খবর। দলের জেলা নেতৃত্বের মধ্যে চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে তা না মেটাতে পারছে পশ্চিম বর্ধমানে কোনভাবেই শাসকদল সুবিধা করতে পারবেন না বলেই মনে করছেন নিচুতলার কর্মীরা। জেলা নেতারা আগে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে এক হয় তবে তাঁদের নিচুতলার গোষ্ঠীনেতাদের দ্বন্দ্ব মিটবে বলে মনে করছে নিচুতলার কর্মীরা।

রেল দুর্ঘটনা কমাতে নাটকের মাধ্যমে সচেতনতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ রেল দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হল অসাবধানতা বসত ট্রেনের গেটে উঁকি দেওয়া থেকে শুরু করে অসাবধানতা বসত রেলগেট পারাপার করা। যার কারণেই নিত্যদিন ঘটে রেল দুর্ঘটনা। তাই এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে উদ্যোগ নিল রেল আধিকারিকরা। শুক্রবার সকালে পানাগড়ের তিন নম্বর রেল গেটের সামনে গেট বন্ধ হয়ে যাবার পর পথ চলতি মানুষদের পথনাটকের মাধ্যমে সচেতন করা হল। রেল লাইনের উপর নাটকের মাধ্যমে কিভাবে দুর্ঘটনাগুলি ঘটে তা তুলে ধরল। বেল পুলিশ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। এদিন ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও পানাগড় রেলপুলিশের ইনস্পেক্টর আরপি প্রাসাদ, এসই নবীন, এএসআই এস কুমার এবং সিনিয়র ডিএসও হরি পাল উপস্থিত ছিলেন। এদিন হরি পাল বলেন, তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মানুষকে সচেতন করছেন। সাথে সাথে লিফলেটও বিলি করা হয়েছে মানুষকে। আগামী দিনে নিয়মিতভাবে নজরও দেওয়া হবে সমস্ত বিষয়ে। এছাড়াও রেল লাইনের উপরে যে ভাবে ভারী যান চলাচল করে বিশেষভাবে অতিরিক্তভাবে বোঝাই বলির লরি রাতে পারাপার করে যার জন্য সিগন্যালের সমস্যা দেখা দেয় বারবার। কয়েকদিন আগেই সিগন্যালে সমস্যা হওয়ায় দিল্লিগামী পূর্বা এক্সপ্রেসকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। আগামী দিনে যাতে এই সমস্যা না হয় তার জন্য বালির গাড়ির উপর রাতে বিশেষ নজর দেওয়া হবে এবং প্রয়োজন পড়লে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাই বারবার অভিযোগ আসায় এবার থেকে সেই দিকগুলোতেও নজর রাখা হবে।

ওপরদিকে পানাগড়ের তিন নম্বর রেলগেট দিয়ে প্রচুর সংখ্যক মানুষ পারাপার করেন। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি, এই জায়গায় একটা ওভারব্রীজ করা হোক।

শুরু হয়েছে অম্বিকা কালনা শহরকে ঢেলে সাজানোর কাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ঃ একাধিক মন্দির বেষ্টিত অম্বিকা কালনা শহর ইতিমধ্যেই বদলে গিয়েছে। সেই সাথে অম্বিকা কালনাকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় রূপে গড়ে তুলতে স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু পৌরসভার চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ বাগ, রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ যথেষ্ট তৎপর বলে জানা গিয়েছে। তাই অম্বিকা কালনা শহরে মুখ বাড়ালেই দেখা যায় ঝাঁ চকচকে রাস্তা পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা হয়েছে সেই সাথে ভাগীরথি থেকে জল সংশোধন করে বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের কাজ শুরু করতে একটি বড় ধরনের জল প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও শহরে গড়ে উঠেছে একাধিক বড় বড় শপিং মল। এছাড়াও গড়ে উঠেছে রেস্তোরাঁ। এখন অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে দোকানপাট কলকাতার ব্যবসায়ীরাও এখন এই শহরে পা রাখছেন বলে দাবি পৌরসভা চেয়ারম্যানের। শুক্রবার পৌরসভার চেয়ারম্যানের দেবপ্রসাদ বাগ জানিয়েছেন যে, পৌরসভার এলাকার মানোন্নয়নের খুশি পৌরবাসী এমনটাই দাবি চেয়ারম্যানের। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এক সময়ে এই অম্বিকা কালনা নদীকেন্দ্রীক বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে শহরের সুনাম ছিল। দেশ-বিদেশ থেকে বহু ব্যবসায়ী এই অম্বিকা কালনা আসতেন ব্যবসা করতে। সেই পুরানো ইতিহাসকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি আরও জানিয়েছেন যে, গত কয়েক বছরে শহরে ব্যবসা ক্ষেত্রে ভাটা পড়লেও এখন অনেকটাই উন্নতির পথে কারণ শহরে রাস্তার দুধারে দখল করে থাকা হকারদের মুক্ত করা হয়েছে শহরবাসীর জন্য যানজটমুক্ত রাস্তা উপহার দেওয়া হয়েছে বেহাল রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে যাতে পরিবহন ব্যবস্থা সচল থাকতে পারে। শহরের মধ্যে স্টেডিয়াম অঘোরনাথ পার্কে ব্যাপক উন্নয়নমূখী কাজ সমাপ্ত হতে চলেছে। তিনি আরও বলেন, রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নতির ফলে শহরবাসী ভীষণ খুশি সেই সাথে ব্যবসায়ী মহলে ব্যবসায়ীরাও তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে নিজেদের উন্নতি ঘটাতে তৎপর বলে জানা গিয়েছে। পুরসভা সূত্রে আরও জানা গিয়েছে যে, দীর্ঘদিন আগে কালনা শহর ছিল অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা একটি শহর সেই শহরের আজ বদল ঘটতে চলেছে। রাস্তা চওড়া করা হয়েছে ১৮টি ওয়ার্ডে ১৭০০ এলইডি আলোর সঙ্গে রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ২২টি হাইমাস লাইট বসানো হয়েছে। শহরে নিরাপত্তার জন্য ৮৭টি জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। শহরবাসীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল সংকট মেটাতে ভাগীরথী নদী থেকে জল তুলে শোধন করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২৪টি পাম স্টেশনের পাশাপাশি শহরের প্রায় সাড়ে ১০ হাজার পরিবারকে নদীর প্রসিদ্ধ পানীয় জল পরিষেবার অন্তর্ভুক্তকরণ করা হয়েছে। শহরের বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, মন্দির নগরী অম্বিকা কালনা আসা দর্শনার্থীদের মুখেও আজ শহরের প্রশংসা শোনা যাচ্ছে। তবে ভাগীরথী নদীর উপর পাকা ব্রিজ তৈরি শেষ হলে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আরও উন্নতি হবে বলে জানিয়েছে শহরবাসী। কালনা চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি শম্ভুনাথ আগরওয়াল জানিয়েছেন বর্তমানে পুরসভা খুব ভালো কাজ করছে রাস্তাঘাট সংস্কার হকার উচ্ছেদ থেকে শুরু করে রাতের বেলায় কান্না শহরজুড়ে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে। আগের থেকে অনেকটাই ব্যবসায়িক লেনদেন বেড়েছে। বড় ব্যবসায়ীরাও শহরে এসে নিশ্চিন্তভাবে থাকতে পারছেন এবং ব্যবসা করছেন। পর্যটকদের জন্য রাত্রি বাসের জন্য হোটেল গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। পৌরসভার চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ বাগ আরও জানিয়েছেন, আমাদের লক্ষ্য নাগরিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন সেই গতিকে বজায় রেখে অম্বিকা কালনাকে উন্নয়নমুখীভাবে সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে।

সার্বিক ফল হতাশাজনক নয় দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ কাঁকসা থেকে এবার উচ্চমাধ্যমিকে সার্বিক ফলাফল সন্তোষজনক, দাবি করেছেন স্কুল কর্তৃ পক্ষ। তবে এবার এগিয়ে কাঁকসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। এই স্কুলের সুস্মিতা দাস পেয়েছে ৪৭৩ নম্বর। কাঁকসা ব্লকের মধ্যে অম্বিকা কালনা আসা দর্শনার্থীদের সম্ভাব্য সেরা সুস্মিতা। কাঁকসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৮০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ১৫২ জন। গোপালপুর উচ্চমাধ্যমিক স্কুল থেকে এবার পরীক্ষার্থী ছিল ১৪৬ জন। পাশ করেছে ১০৭ জন। সায়ন্তন হালদার পেয়েছে সর্বোচ্চ নম্বর ৪৩১। উচ্চমাধ্যমিকের ফল নিয়ে এলাকায় হতাশার ছায়া। গোপালপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে শর্মিতা বাগচি পেয়েছে ৪৪১ নম্বর। এই স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছে ৮৬ জন যার মধ্যে ৬২ জন পাশ করেছে। আমলাজোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের থেকে পরীক্ষা দেয় ১৩২ জন যার মধ্যে পাশ করে ১২২ জন। কেয়া ঘোষ সর্বোচ্চ নম্বর ৪৫৬ পেয়েছে। মলানদিঘি দুর্গাদাস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দেয় ১২৬ জন। পাশ করে মাত্র ৮০ জন। সমীরণ রায় পেয়েছে ৪১৫ নম্বর। অযোধ্যা উচ্চ বিদ্যালয়ের থেকে এবার পরীক্ষা দেয় ১১৮ জন, পাশ করেছে ১০৯ জন। দেবিকা মন্ডল পেয়েছে ৪৩৬ নম্বর।

কাঁকসায় যুব তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিকে হাতিয়ার করে বিজেপির বিরুদ্ধে পথে নেমেছে তৃণমূল। শুক্রবার যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে কাঁকসার রাজবাঁধে এক বিশাল মিছিল করে প্রতিবাদ জানানো হয়। অসংখ্য পথচারী মানুষ এই মিছিলে পা মেলান। কাঁকসা যুব তৃণমূলের আহ্বায়ক কুলদীপ সরকার বলেন, এই মিছিলে মানুষের ভালো সাড়া

পাওয়া গিয়েছে। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে এই প্রতিবাদ মিছিল। মিছিলে পা মেলান পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়সহ প্রমুখ।

রক্তদানে এগিয়ে এলেন মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ দুর্গাপুরে রক্ত সংকট মেটাতে এগিয়ে এলেন গোপালপুরের মহিলারা। শুক্রবার গোপালপুরের এক বহুতল আবাসন, কেশব কাননের মহিলারাও পিছিয়ে থাকল না রক্তদানে। এদিন এই বহুতল আবাসনের আবাসিকরা ৩০ ইউনিট রক্ত তুলে দিলেন দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের হাতে। স্থানীয় তৃণমূল শ্রমিক নেতা শিবদাস মন্ডল আবাসনের আবাসিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এভাবে রক্তের সঙ্কট কাটাতে এগিয়ে আসায় নতুন দিক খুলে দেবে দুর্গাপুরের বুকে।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগ লি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222